



36860 - মসজিদে নববী য়ি়ারতরে সময় য়েব ভুল হয়ে থাকে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি মসজিদে নববী য়ি়ারত করার সময় লক্ষ্য করছি কিছু মানুষ নবীজরি হুজরার দয়োল মনেছন করনে। কটে কটে কবররে সামনে বুরে উপর হাত রেখে এমনভাবে দাঁড়ান য়েভাবে নামায়ে দাঁড়ায়; তাদরে এ আমলগুলো কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ইতপূর্ববে 36863 নং প্রশ্নোত্তরে মসজিদে নববী য়ি়ারত করার আদবগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এখন য়ি়ারতকারীগণ য়ে ভুলগুলো করে থাকনে সেগুলো উল্লেখ করব:

এক:

রাসূলকে ডাকা, বপিদমুক্তরি জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর সাহায্য চাওয়া। য়েমন- কোন কোন লোক বলে থাকে, “হে আল্লাহর রাসূল, আমাদরে অসুস্থ লোককে সুস্থ করে দনি; হে আল্লাহর রাসূল, আমার ঋণ পরিশোধ করে দনি, হে আমার ওসলিা, হে আমার প্রয়োজনপূর্ণরে দরজা” ইত্যাদি শরিকী উক্তগুলো; য়ে উক্তগুলো বান্দার উপর আল্লাহর একক অধিকার তাওহীদরে পরপিন্থী।

দুই:

কবররে সামনে নামাযরে সুরতে দাঁড়ানো— ডানহাত বামহাতরে উপর রেখে বুরে উপরে কথিবা নীচে রাখা। এটি হারাম কাজ। য়েহেতু দাঁড়ানোর এ পদ্ধতিটি ইবাদত ও হীনতার অবস্থা। এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা নাজায়যে।

তনি:

কবররে কাছে ঝুঁকে পড়া, সজিদা করা কথিবা এমন কিছু করা যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা জায়যে নয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কোন মানুষরে জন্য মানুষকে সজিদা করা সঙ্গত নয়”[মুসনাদে আহমাদ (৩/১৫৮), আলবানী ‘সহহিত তারগীব’ গ্রন্থে (১৯৩৬ ও ১৯৩৭) ও ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (১৯৯৮) হাদিসটিকে সহহি বলেছেন।



চার:

কবররে নকিটে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। অথবা এ বশির্ভাস পোষণ করা যে, কবররে নকিটে দোয়া করলে কবুল হয়। এটি করা হারাম। কারণ এটি শরিককে পততি হওয়ার বাহন। যদি কবররে কাছে দোয়া করা কথিবা নবীজরি কবররে কাছে দোয়া করা উত্তম হত, সঠিকি হত কথিবা আল্লাহর কাছে বশির্ভ প্রয়ি হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে সটো করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যতেনে। কনেনা যা কিছু উম্মতকে জান্নাতরে নকৈট্য় হাছলি করয়িে দবিে এমন কোনে কিছু বরণনা করা থেকে তনি বাদ দনেনি। যখন তনি এক্ষত্রে উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করনেনি এর থেকে জানা গেলে যে, এটি শরয়িতসদিধ নয়; হারাম ও নষিদিধ কাজ। আবু ইয়ালা ও হাফযে যয়ি ‘আল-মুখতার’ গ্রন্থে বরণনা করছেন যে, আলী বনি হুসাইন (রাঃ) এক ব্যক্তকিে দখেলনে যে, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে সন্কিটে একটি ছদিরতে প্রবশে করে দোয়া করনে। তখন তনি তাকে নষিধে করলনে এবং বললনে: আমি তোমাদরেকে এমন একটি হাদসি বরণনা করব না যা আমি আমার পতি থেকে তনি আমার দাদা, তনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে যে, তনি বলনে: “তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবস্থল (ঈদ বলা হয় এমন স্থানকে যা বারবার পরদির্শন করা হয়) বানও না এবং নজিদেঘে ঘরগুলকে কবর বানও না। তোমরা আমার উপর দরুদ পড়। কনেনা তোমরা যখনই থাক না কনে তোমাদরে সালাম আমার নকিট পট্টোছনো হয়”। [সুনানে আবু দাউদ (২০৪২), আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৭৯৬) হাদসিটকিে সহহি বলছেন]

পাঁচ:

যারা মদনি যয়িারতে আসতে পারনে তারা কোনে কোনে যয়িারতকারীর মাধ্যমে রাসূলরে কাছে সালাম প্ররণেণ করা এবং যয়িারতকারীগণ এ সালাম পট্টোছনো। এটি বিদিতী কর্ম ও নব উদ্ভাবতি কর্ম। সুতরাং ওহে সালাম প্ররণকারী ও ওহে সালাম সমরণকারী এটি করা থেকে বরিত থাকুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীই আপনাদরে জন্য যথেষ্টে: “তোমরা আমার উপর দরুদ পড়। তোমরা যখনই থাক না কনে তোমাদরে সালাম আমার নকিট পট্টোছনো হয়।”।

আর যথেষ্টে এ বাণীটি: “নশিচয় আল্লাহর এমন কিছু বচিরণকারী ফরেশেতা রয়ছে যারা আমার কাছে আমার উম্মতরে সালাম পট্টোছে দেয়”। [মুসনাদে আহমাদ (১/৪৪১), সুনানে নাসাঈ (১২৮২), আলবানী ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে (২১৭০) হাদসিটকিে সহহি বলছেন]

ষষ্ঠ:

বারবার নবীজরি কবর যয়িারত করা। যমেন- প্রত্যকে ফরয নামাঘরে পর যয়িারত করা কথিবা প্রতদিনি নরিদঘিট নামাঘরে শঘে যয়িারত করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থল (বারবার যয়িারতস্থল) বানও না” এর সাথে সাংঘর্ষকি। ইবনে হাজার হাইছামী ‘মশিকাত’ এর ব্যাখ্যায় বলনে: ঈদ (عيد) শব্দটকিে



এখানে উৎসব অনুবাদ করা হয়েছে) একটি উৎসবের নাম। ঈদকে ঈদ বলা হয় যহেতু এটি ঘুরফেরি করা ও পুনপুন করার মাধ্যমে অভ্যাসে (عادة) পরণিত হয়ে গেছে। হাদিসের অর্থ হচ্ছে- তোমরা আমার কবরকে এমন স্থান বানও না যখনে বারবার, পুনপুন, বহুবার আসাটা অভ্যাস। এ কারণে তিনি বলছেন: “তোমরা আমার উপর দরুদ পড়। কারণ তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয় তোমরা যখনেই থাক না কেন”। সুতরাং দরুদ পড়াই যথেষ্ট।[সমাপ্ত]

ইবনে রুশদ রচিতি ‘আল-জামে লিলি বায়ান’ নামক গ্রন্থে এসেছে- যে বদিশী আগন্তুক প্রতদিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরে আসনে তার ব্যাপারে ইমাম মালেককে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: বিষয়টি এমন হওয়া ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেন: “হে আল্লাহ, আপনি আমার কবরকে পটৌতলকিতার স্থলে পরণিত করবেন না; যখনে পূজা হয়”[আলবানী ‘তাহযিবুস সাজদি মনি ইততখিয়ালি কুবুরি মাসাজদি’ গ্রন্থে (২৪-২৬) হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

ইবনে রুশদ বলেন: অতএব, বারবার কবরে গিয়ে সালাম দেয়া, প্রতদিনি কবরে আসা মাকরুহ; যাতে করে কবর মসজিদে মত হয়ে না যায়; যখনে নামাযের জন্য প্রতদিনি আসা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজি বাণীতে এ ব্যাপারে নষিধে করছেন। তিনি বলেন: “হে আল্লাহ, আমার কবরকে পটৌতলকিতার স্থলে পরণিত করবেন না”[দখুন: ইবনে রুশদ এর ‘আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল’ (১৮/৪৪৪-৪৪৫), সমাপ্ত]

কাযী ইয়াযকে মদনীবাসী এমন কিছু মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয় যারা প্রতদিনি কবরের সামনে একবার বা একাধিকবার দণ্ডায়মান হয়, সালাম দেয় ও কিছু সময় দেয়া করে তখন তিনি বলেন: কোন ফকীহ এমন কোন মত দিয়েছেলে বলে আমার কাছে তথ্য নাই। এ উম্মতের শেষে প্রজন্ম সসেব আমলের মাধ্যমে নকেকার হবে যসেব আমলের মাধ্যমে প্রথম প্রজন্ম নকেকার হয়েছিল। আমার কাছে এ উম্মতের প্রথম প্রজন্মের ব্যাপারে এমন কোন তথ্য পৌঁছেনি যে, তারা এটি করতেন।”[‘আল-শফিা বি তারফি হুকুকলি মোস্তফা’ (২/৬৭৬)]

সপ্তম:

মসজিদে সকল দিক থেকে কবরে অভিমুখি হওয়া কথিবা যখনি মসজিদে প্রবেশে করবে তখনি কবরে দিকে মুখ করা কথিবা যখনি নামায শেষে করবে তখনি কবরে দিকে মুখ করা। সালাম দেয়ার সময় দুইহাত দুইপাশে রেখে মাথা ও খুতনি নোয়ানো। এগুলো বহুল প্রসারিত বদিত ও ভুল।

আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ভয় করুন। সকল বদিত থেকে সাবধান হোন। কুপ্রবৃত্তি ও অন্থ অনুকরণ পরহীস করুন। দললি-প্রমাণেরে ভিত্তিতে আমল করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যে ব্যক্তি তার রব প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতর্ষিঠতি, সে কি তার ন্যায় যার কাছে নজিরে মন্দ কাজগুলো শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং যারা নজি খয়োল-খুশীর অনুসরণ করেছে?”[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৪]



আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলে সুন্যাহ অনুযায়ী অন্যদেরকে পথ দেখাবার তাওফিক দেন।